শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উদযাপন

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী যখন বুঝতে পেরেছিল বাংগালীদের বিজয় আসন্ন, ঠিক তখনি এদেশকে মেধাশূণ্য করার মানসে বাংগালী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ঘর থেকে ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন এদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী। আজ আমরা তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি তাদের এ মহান আত্মত্যাগকে। পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা মনে করেছিল যদি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয় তাহলে বাংগালীরা স্বাধিনতা অর্জন করলেও তারা সহজে মাথা তুলে দাড়াতে পারবে না। কিন্তু বাংগালী জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বাঙ্গালীরা যেমন স্বাধীনতা যেমন অর্জন করতে জানে তেমনিভাবে স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বও রক্ষা করতে জানে। তবে একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, যদি আমাদের এসকল সূর্যসন্তাররা আজ বেঁচে থাকত তবে আমাদের দেশ বিশ্বদরবারে উঁচু স্থানে অবস্থান করত। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের* কন্যা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী *শেখ হাসিনার* সুযোগ্য নেতৃত্বে আজ মহান স্বাধীনতার যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা যে সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তা আজ বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। তাই হে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের এদেশের সঠিত ইতিহাস জানতে হবে এবং সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। তাহলেই আমাদের সকল শহীদদের আত্মত্যাগ স্বার্থক হবে। কাপ্তাই আল আমিন নুরিয়া দাখিল মাদরাসা কর্তৃক "মহান শহীদ বুদ্ধিজীবী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে" এ বক্তব্য উপস্থাপন করেন সহকারী মৌলভী জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন।

এতে খতমে কোরআন ও মিলাদ মাহফিল শেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন সহকারী শিক্ষক হাফেজ মুহাম্মদ শামসুদ্দীন মুন্না। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন- হাফেজ মুহাম্মদ ফারুক আজম।

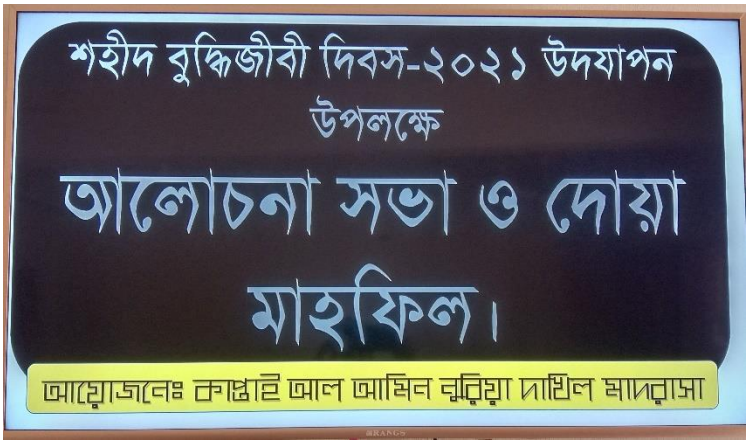

দোয়া মোনাজাত শেষে। শিক্ষার্থীদেরকে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।